Vol. 32 | No. 2 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সমাজচেতনার কবি মা'রূফ আর রুসাফী

Volume	32
Issue	2
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান
Published online	February 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v32i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v32i2.2
Pages	40-72
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সমাজচেতনার কবি মা'রূফ আর-রুসাফী

মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান

মা'রূফ আর-রুসাফী আরবী কবিতার রেনেসাঁ যুগের একজন ইরাকী কবি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাঁর ছিল অবাধ বিচরণ। সমাজের বঞ্চিত শ্রেণীর শোচনীয় জীবন-চিত্র তাঁর কবিতার মূল প্রাণ। কবিতা ছাড়াও ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা প্রসঙ্গে গদ্যেও রয়েছে তাঁর বেশ কিছু মূল্যবান অবদান। বিশ্ববিদ্যালয়সহ বর্তমান বিশ্বের বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবী সাহিত্যের পাঠ্য-তালিকায় রুসাফী একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন। মুক্তবুদ্ধির প্রবক্তা ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ইরাকের এই সমাজসচেতন কবির জীবন, অবদান ও কাব্য-প্রাণ এই নিবন্ধের বিষয়বস্তু।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদ নগরীর এক সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারে কবি মা'রূফ আর-রুসাফীর জন্ম। তাঁর বাবার নাম আব্দুল গনি ও মায়ের নাম ফাতিমা। বাবা একজন কুর্দী আর মা ছিলেন এক বেদুঈন রমণী। রুসাফীর পূর্বপুরুষরা ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় শহর 'কিরকূক'-এর অধিবাসী ছিল।

বাগদাদের 'রুসাফা' নামক স্থানে কবির শৈশব কাটে।[১] বাবা পুলিশের চাকরি করতেন। চাকরির খাতিরে তাঁকে প্রায়ই বাইরে থাকতে হতো। এ কারণে শৈশবে কবি বাবার সান্নিধ্য খুব কমই পেয়েছিলেন। মা-ই ছিলেন তাঁর ছোট বেলার নিত্যসাথী। স্নেহময়ী মা ছোট বড় সকল প্রয়োজন মেটাতেন। রুসাফীর জীবনে তাই বাবার চেয়ে মায়ের প্রভাব ছিল অনেক বেশি।

তিন বছর বয়সে মা রুসাফীকে পবিত্র কুরআনসহ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মকতবে ভর্তি করে দেন। বাগদাদের বিভিন্ন মকতবে অধ্যয়নের পর অবশেষে শহরের সেরা মকতব থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করে

রশিদিয়া সামরিক স্কুলে ভর্তি হন। কিন্তু এখানে দুটো সমস্যা রুসাফীর সামনে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রথমতঃ সামরিক স্কুলটির শিক্ষার মাধ্যম ছিল তুর্কী ভাষা। ওসমানী তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন বাগদাদ নগরীর মকতবে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণকালে তুর্কী ভাষায় রুসাফীর যে সামান্য জ্ঞান অর্জিত হয়েছিল, তা এই সামরিক স্কুলে অধ্যয়নের জন্য যথেষ্ট ছিলনা। দ্বিতীয়তঃ সৈনিক জীবনের কড়াকড়ি আর কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলা রুসাফীর পক্ষে সহজ ছিলনা। তিনি কোনমতে দু'বছরের কোর্স শেষ করে সামরিক স্কুলের তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপর আর সামনে অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সামরিক স্কুল ছেড়ে রুসাফী স্বাধীন পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি বাগদাদের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মাহমুদ শুকরী আল-আলুসীর নিকট আরবী ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। এই শিক্ষকের সংস্পর্শে রুসাফী দীর্ঘ বারটি বছর অতিবাহিত করেন।[২] অবশ্য এই সময়ের মধ্যে তিনি অন্যান্য শিক্ষকের নিকট আইন ও তর্কশাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন। রুসাফী তাঁর পড়াশুনা চালিয়ে যান এবং মৌলিক প্রতিভা আর নিরলস প্রচেষ্টার জোরে অল্পদিনের মধ্যে ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

রুসাফী ইতিমধ্যে যৌবনে পদার্পণ করেন এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে তাঁর মেলামেশা বৃদ্ধি পায়। ক্রমে অধিকসংখ্যক লোক তাঁর কবি-প্রতিভার পরিচয় পেতে থাকে। একই সাথে সঙ্গীদের কিছু কিছু আচার-অভ্যাস রুসাফীর মধ্যে প্রবেশ করে। যেমন—ধূমপান, কফিখানায় আড্ডা জমানো ইত্যাদি। আর্থিক অনটনগ্রস্ত রুসাফীর জন্য এসব ব্যয়বহুল অভ্যাস-বিলাসিতা নিতান্তই বেমানান ছিল। তিনি প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রাম করে তাঁর এসব অভ্যাস নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে বন্ধু-বান্ধবের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য একটি চাকুরি অন্বেষণ করতে থাকেন।

প্রথমে গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ নেন। সেখানে একটিমাত্র শিক্ষাবর্ষ অতিবাহিত করে বাগদাদের এক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি হন। তারপর এখানকার বিভিন্ন সরকারী মাধ্যমিক স্কুলে আরবী ভাষার শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন।[৩] ১৯০৮ সনে অটোমান

সংবিধান ঘোষণার পর ইস্তাম্বুল থেকে তুর্কী ভাষায় প্রকাশিত 'ইকদাম' পত্রিকার মালিক আরবী ভাষায় পত্রিকাটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি রুসাফীকে এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রণ গ্রহণ করে রুসাফী ইস্তাম্বুল চলে যান। কিন্তু গিয়ে দেখেন, পত্রিকার মালিক তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। অতএব যাতায়াত খরচ নিয়ে তাঁকে ইস্তাম্বুল থেকে বাগদাদ ফিরে আসতে হয়। দু'মাস না যেতেই রাজকীয় বিদ্যালয়ে আরবী ভাষা শিক্ষাদান ও 'আল-ইরশাদ' পত্রিকায় লেখার আমন্ত্রণ পেয়ে রুসাফী আবার ইস্তাম্বুল চলে যান এবং যথারীতি কাজে যোগদান করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় অটোমান সরকার সাম্রাজ্যের সকল সক্ষম ব্যক্তিকে যুদ্ধে যোগদানের ডাক দেয়। রুসাফী তখন বাগদাদ সফরে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ইস্তাম্বুল ফিরে আসেন। তাঁকে বক্তৃতা প্রশিক্ষণদানের বিশেষ দায়িত্ব দেয়া হয়।[৪] ইতিমধ্যে ইস্তাম্বুলে রুসাফীর বিয়ে হয়। তিনি সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। অবশেষে ১৯১৮ সনে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলে রুসাফী সস্ত্রীক ইরাক প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে যাতায়াতের ঝুঁকির কথা চিন্তা করে তাঁকে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে হয়। স্ত্রীকে ইস্তাম্বুল রেখে তিনি দামেশক চলে যান। সেখানে প্রায় সাত মাস অবস্থান করে চলে যান জেরুযালেম। এ সময়ে জেরুযালেমের টিচার্স কলেজে তিনি আরবী সাহিত্য শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯২১ সনে ইরাক সরকারের তলব পেয়ে রুসাফী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ গ্রন্থ প্রণয়ন ও অনুবাদ কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে কর্মরত হন। প্রায় দেড় বছর পর তিনি এই চাকুরিও ছেড়ে দেন এবং কোন সরকারী চাকুরি ছাড়াই বাগদাদে অবস্থান করেন। ১৯২৩ সনে রুসাফী 'আল-আমাল' নামক একটি রাজনৈতিক দৈনিক পত্রিকা বের করেন। তবে তাঁর পক্ষে পত্রিকাটির মাত্র আটষট্টিটি সংখ্যা বের করা সম্ভব হয়েছিল। এরপর আবার চাকরিতে ফিরে আসেন। ১৯২৪ সনের শেষের দিকে তাঁকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আরবী ভাষার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। তারপর উচ্চতর টিচার্স কলেজে আরবী ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক পদে বদলি করা হয়। অতঃপর শিক্ষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যানরূপে নিয়োগদান করা হয়। ১৯২৮ সনে তিনি সরকারী

চাকরিতে ইস্তেফা দান করেন। চাকুরিজীবন শেষে রুসাফী পাঁচবার ইরাকী পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। প্রায় আট বছর তিনি এই পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন। এ-সময়ের মধ্যে ১৯৩৬ সনে তিনি মিশর সফর করেন। সদস্যপদ চলে যাবার পরও রুসাফী প্রায় সাত বছর জীবিত ছিলেন।

পেনশনের টাকায় জীবিকা নির্বাহ কঠিন হয়ে পড়ায় তিনি ১৯৩৩ সনে বাগদাদ নগরী ছেড়ে ফোরাত-তীরের ক্ষুদ্র শহর 'ফাল্লুজা'তে বসবাস শুরু করেছিলেন। ১৯৪১ সনে সেখান থেকে আবার বাগদাদ ফিরে আসেন এবং নগরীর 'আ'যামিয়্যা' এলাকায় বসবাস শুরু করেন। এখানেই ১৯৪৫ সনের ১৬ই মার্চ শুক্রবার সকালে নিজগৃহে রুসাফীর মৃত্যু হয় এবং আ'যামিয়্যা কবরস্থানে কবি আয-যাহাভীর[৫] সমাধিপাশে তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়।

রুসাফীর ব্যক্তিত্ব বিশেষ করে ধর্ম-বিশ্বাস নিয়ে তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পরেও একটা বিতর্কের ঝড় উঠেছিল। এর মূল কারণ, তিনি গতানুগতিক ধ্যান-ধারণা ও প্রথাগত আনুষ্ঠানিকতার অন্ধ অনুসারী ছিলেন না। তবে তিনি নিজেই 'খাওয়াতির ওয়া নাওয়াদির' গ্রন্থে এই বিতর্কের সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছেন, "আল্লাহর রহমতে আমি একজন মুসলিম। আল্লাহ ও তাঁর রসুল মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ওপর আমার অকপট বিশ্বাস রয়েছে। তবে মুসলমানদের সাথে আমার কিছু কিছু বিষয়ে দ্বিমত আছে। সমাজে মুসলমান বলে যারা পরিচিত, আমি তাদের মত নই। আমি একজন মুসলিম মাত্র। শিয়া, সুন্নী, হানাফী, শাফিয়ী এর কোনটাই আমি নই। ধর্মের ব্যাপারে আমি অন্যের অনুসরণ করিনা। আল্লাহ আমাকে যতটুকু বুদ্ধি ও জ্ঞান দান করেছেন, তাই দিয়ে আমি ধর্মকে বোঝার চেষ্টা করি।"[৬] এতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে রুসাফী ছিলেন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির একজন প্রবক্তা এবং ধর্মান্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত একজন ঈমানদার, স্পষ্টবাদী ও অকপট মুসলিম।

অবদান

"গদ্যের ন্যায় পদ্যও যে-কোন বিষয়বস্তুর জন্য উপযোগী হতে পারে এবং কবি তাঁর কাব্যের সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে-কোন শাখায় বিচরণ করতে সক্ষম"—এই বিশ্বাসের বশবর্তী কবি মা'রূফ আর-রুসাফীর কবিতায় অঙ্কশাস্ত্র, রসায়ন, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ব, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক বিষয়ের

উল্লেখ পাওয়া যায়।[৭] এছাড়া ছন্দশাস্ত্র, অনুবাদ, সঙ্গীত, ভাষাতত্ত্ব, বক্তৃতা, সাহিত্যের ইতিহাস, সমালোচনা-সাহিত্য, সমাজবিদ্যা, রাজনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে রুসাফী মূল্যবান অবদান রেখে গেছেন। তাঁর নিম্নোক্ত রচনাবলী এর প্রমাণ বহন করে—

১. রিওয়ায়াতুর-রু'য়া (স্বপ্ন বর্ণনা) : তুর্কী কবি নামিক কামাল রচিত একটি উপন্যাসের আরবী অনুবাদ। বইটির মূল প্রতিপাদ্য মুসলিম জাতিকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং অলসতা ও লাঞ্ছনার নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তাদের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে উৎসাহিত করা। রুসাফীর অনুবাদ ১৯০৯ সনে বাগদাদে মুদ্রিত হয়।

২. দাফ্'উল-হুজ্না ফী ইরতিদাখিল-লুকনা (বিদেশী ভংগিতে আরবী উচ্চারণের ত্রুটি অপনোদন) : তুর্কী ভাষায় ব্যবহৃত আরবী শব্দাবলী সম্পর্কিত একটি সন্দর্ভ। এটি ১৩৩১ হিজরীতে ইস্তাম্বুলের 'লিসানুল-আরাব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এতে আলোচিত শব্দসমূহকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এক. যেসব শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ উভয়ই বিকৃত, দুই. যেসব শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ উভয়ই অবিকৃত, তিন. যেসব শব্দের উচ্চারণ বিকৃত কিন্তু অর্থ অবিকৃত, চার. যেসব শব্দের উচ্চারণ অবিকৃত কিন্তু অর্থ বিকৃত এবং পাঁচ. যেসব শব্দ আসলে আরবী নয়, বরং আরবী ভাষার নিয়মানুযায়ী তুর্কীদের নিজেদের বানানো।[৮]

৩. দাফ্'উল-মারাক ফী কালামিল-'ইরাক (ইরাকী ভাষার 'বিষাদ'[৯] অপনোদন) : বইটিতে রুসাফী ইরাকের সাধারণ মানুষের ভাষা নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনার অবতারণা করেছেন। প্রথমে ধারাবাহিক নিবন্ধের আকারে এটি 'লুগাতুল-'আরাব' নামক সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল।[১০]

৪. নাফ্হুত-তীব ফিল-খিতাবা ওয়াল খাতীব (বক্তৃতা ও বক্তা প্রসংগে সুরভির বিচ্ছুরণ) : ইস্তাম্বুলের 'মাদরাসাতুল-ওয়াইযীন' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে 'আরবী বক্তৃতা' বিষয়ে শিক্ষাদানকালে কবি ছাত্রদের জন্য ক্লাসে যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন, গ্রন্থটি তারই একটি মূল্যবান সংগ্রহ। বক্তৃতাগুলোর গ্রন্থ-রূপ কবি নিজেই দিয়েছেন। এটি ১৯১৭ সনে মুদ্রিত হয়।

৫. দুরূস ফী তারীখ আদাবিল-লুগাতিল-আরাবিয়্যা (আরবী সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠমালা) : বাগদাদের টিচার্স কলেজে অধ্যাপনাকালে আরবী সাহিত্য বিষয়ে কবির ক্লাস-লেকচারগুলো ১৯২৮ সনে 'আততারবিয়া

ওয়াত-তা'লীম' সাহিত্য সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে ছাপা হয়। পরে সাময়িকীর সংশ্লিষ্ট সংখ্যাগুলো থেকে মুদ্রিত অংশগুলো সংগৃহীত ও সমন্বিত হয়ে গ্রন্থাকারে ১৯৬০ সনে বাগদাদে মুদ্রিত হয়।

৬. রাসাইলুত-তা'লীকাত (সমালোচনা নিবন্ধমালা) : তিনটি পুস্তক-সমালোচনা-নিবন্ধের গ্রন্থরূপ। সমালোচিত গ্রন্থ তিনটির প্রথম দুটি ডক্টর যাকী মুবারক লিখিত 'আত-তাসাওউফুল-ইসলামী' (ইসলামী সূফিতত্ত্ব) ও 'আন-নাস্‌রুল-ফান্‌নী'[১১] (শিল্পিত গদ্য) এবং তৃতীয়টি লিওন কাইতানী[১২] লিখিত 'আত-তারীখুল-ইসলামী' (ইসলামের ইতিহাস)। রুসাফীর এই বইটি ১৯৫৭ সনে বৈরুতে মুদ্রিত হয়।

৭. আলা বাবি সিজ্‌নি আবিল'-আলা (আবুল-'আলার কারাদ্বারে) : আর একটি পুস্তক-সমালোচনা গ্রন্থ। কবি আবুল-'আলা আল-মা'আররী[১৩] সম্পর্কে ডক্টর তাহা হুসাইন প্রণীত 'মা'আ, আবিল-'আলা ফী সিজ্‌নিহি' (আবুল-'আলার সংগে তাঁর কারাগারে) গ্রন্থটি এর বিষয়বস্তু। এতে রুসাফী ডক্টর তাহা হুসাইনের অনবদ্য লেখনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। সাথে সাথে কবি আবুল-'আলা আল-মা'আররীর প্রতিভা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল লেখকের সাথে নানা বিষয়ে দ্বিমতও প্রকাশ করেছেন। রুসাফীর মৃত্যুর পর তাঁর এ বইটি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়েছে।

৮. আরাউ আবিল-'আলা (আবুল-আলার চিন্তাধারা) : এই পুস্তকে কবি আবুল-আলা আল-মা'আররীর বিভিন্ন চিন্তাধারা সম্পর্কে তাঁরই 'লুযূমিয়াত' কাব্যের কিছু কিছু কবিতার উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে। ১৯৩৯ সনে চিকিৎসা ও গ্রীষ্মযাপনের উদ্দেশ্যে রুসাফীর লেবানন সফর-কালে 'আবুল-আলার চিন্তাধারা' বইটির পাণ্ডুলিপি তাঁর সংগে ছিল। সেখানকার 'আল-মাক্‌শূফ' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ বইটি ছাপানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে ঐ উদ্যোগ আর সফল হয়নি।[১৪] 'আবুল-আলার কারাদ্বারে' নামক রুসাফীর পূর্বোক্ত বইটিতে 'আবুল-আলার চিন্তাধারা' বইটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এটি এখন বিলুপ্ত।

৯. নায্‌রাতুন ইজমালিয়্যা ফী হায়াতিল-মুতানাব্বী[১৫] (মুতানাব্বীর জীবনের সামগ্রিক মূল্যায়ন) : ইব্রাহীম 'আলাভী কর্তৃক সম্পাদিত এবং ১৯৫৯ সনে বাগদাদ থেকে প্রকাশিত।

১০. 'আলামুয়-যুবাব (মাছির জগৎ) ; এটিও একটি সমালোচনা গ্রন্থ। একজন ডাক্তারের লেখা একই নামের আরেকটি বইয়ের সমালোচনায় এ বইটি লিখিত। মূল লেখক একটি হাদীসের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। ঐ হাদীসে কোন খাদ্য কিংবা পানীয় দ্রব্যে মাছি পড়লে তৎক্ষণাৎ মাছিটিকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর কারণ, মাছি তার দুটো ডানার একটিতে রোগজীবাণুই ও অপরটিতে প্রতিষেধক বহন করে। খাদ্য কিংবা পানীয় দ্রব্যে পড়ার সময় মাছি তার রোগ-জীবাণুবাহী ডানার সাহায্যে আত্মরক্ষা করে। এতে খাদ্য কিংবা পানীয় দ্রব্যে রোগজীবাণু ছড়িয়ে যায়। তৎক্ষণাৎ মাছিকে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিতে পারলে তার অপর ডানাস্থিত প্রতিষেধক ঐ রোগজীবাণু ধ্বংস করে দেয়। মূল 'মাছির জগৎ' গ্রন্থের ডাক্তার লেখক উল্লিখিত হাদীসের সপক্ষে মতপ্রকাশ করলেও রুসাফী যেহেতু খোদ হাদীসটির সত্যতাই বিশ্বাস করতেন না, তাই তিনি একে খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে আলোচ্য সমালোচনা-পুস্তকটি রচনা করেছিলেন।[১৬]

১১. আল-আদাবুর-রাফী ফী নীযানিশ-শি'র ওয়া কাওয়াফীহি (কবিতার ছন্দ ও অন্ত্যমিল বিষয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্য) : বাগদাদের টিচার্স কলেজে অধ্যাপনাকালে ছন্দশাস্ত্র বিষয়ে প্রদত্ত কবির ক্লাসলেকচারগুলোর একটি মূল্যবান সংগ্রহ। বইটি ১৯৫৬ সনে বাগদাদে মুদ্রিত হয়।[১৭]

১২. খাওয়াতির ওয়া নাওয়াদির (চিন্তাধারা ও বিরল সামগ্রী) : একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা। এতে কবি নিজের কিছু ধারণা ও মতবাদের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন এবং সাহিত্য কিংবা জীবনমুখী অন্যান্য বিষয়ে বিভিন্ন বই পুস্তকে প্রাপ্ত বিচিত্র তথ্যাদি সন্নিবেশিত করেছেন।[১৮]

১৩. আর-রিসালাতুল-'ইরাকিয়্যা (ইরাকী বার্তা) : তৎকালীন ইরাকী সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে লিখিত। ইরাকের জনগণ কঠোর পরিশ্রম করেও দারিদ্র্যসীমার নীচে জীবনযাপন করছে। অথচ শাসকরা প্রাসাদে থেকে আরাম আয়েশে দিন কাটাচ্ছে। জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। 'ইরাকী বার্তা' এসব অসহনীয় অবস্থার এক চাপা প্রতিবাদ।[১৯]

১৪. আল-আলা ওয়াল-আদাত (যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র) : প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্রের নাম সম্বলিত বই। এটি মূলতঃ একটি অভিধান। এর ভূমিকায় কবি আরবী ভাষার অতীত ও বর্তমান নিয়ে

আলোচনা করেছেন। ভাষার অনেক দুর্বলতা ও তার সফল প্রতিকার সম্পর্কে অভিমত রেখেছেন।[২০]

১৫. আশ-শাখ্‌সিয়্যাতুল-মুহাম্মাদিয়া (মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ব্যক্তিত্ব) : রুসাফী মনে করেন, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর মাঝে সব রকম মানবিক গুণের বিরল সমাবেশ ঘটেছিল। কিন্তু মুসলমানরা তাদের নবীর এই মহান ব্যক্তিত্বের সঠিক মূল্যায়নে ব্যর্থ হয়েছে। মহানবীর ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিক এই বইতে তুলে ধরা হয়েছে। কবি মনে করেন, "মহানবীর ব্যক্তিত্বের সঠিক পরিচয় লাভের জন্য পবিত্র কুরআন পরিবেশিত তথ্যের ওপরই বেশি নির্ভর করা উচিত। হাদীস, জীবনীগ্রন্থ কিংবা ইতিহাস থেকে তথ্য গ্রহণের পূর্বে যুক্তি ও কুরআনী তথ্যের চালুনিতে তা ছেঁকে নেয়া আবশ্যক। চালুনিতে যতটুকু টিকবে, ততটুকুই গ্রহণীয়। আর যা নীচে পড়ে যাবে তা বর্জনীয়।"[২১]

১৬. মা'আর-রুসাফী আস-সা-ইর (বিদ্রোহী রুসাফীর সংগে) : ১৯৬২ সনে প্রকাশিত। বইটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি।

১৭. আল-আনাশীদুল মাদ্‌রাসিয়্যা (স্কুল-সংগীত) : একটি সংগীত-সঙ্কলন। প্রতিটি গানের সাথে তার স্বরলিপি দেয়া আছে। জেরুযালেমস্থ টিচার্স কলেজের পরিচালক খালীল তাওতাহ রুসাফীর গানের এ সঙ্কলনটি প্রস্তুত করেন এবং সেখানেই ১৯২০ সনে এটি মুদ্রিত হয়।

১৮. তামা-ইমুত-তা'লীম ওয়াত-তারবিয়া (শিক্ষার কবচ) : একখানি কবিতার বই। মুখে মুখে আবৃত্তির জন্য সহজে মুখস্থ করার যোগ্য করে কবিতাগুলো রচিত। 'স্কুল সংগীত' ও 'শিক্ষা কবচ' বই দুটোর গান-কবিতাগুলো কবি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রচনা করেছিলেন। উদ্দেশ্য, তাদেরকে জাতীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত করে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কৃতিত্ব অর্জনে উৎসাহিত করা এবং জ্ঞানার্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে উদ্বুদ্ধ করা।[২২]

১৯. মুখতারাত মিন মা'রূফ আর-রুসাফী (মা'রূফ আর-রুসাফীর নির্বাচিত কবিতা) : কবি নিজেই সঙ্কলন করেন। সঙ্কলনটি ১৯৫৪ সনে বৈরুতে মুদ্রিত হয়।

২০. আল-মান্‌হালুস-সাফী মিন শি'রির রুসাফী (রুসাফী-কাব্যের নির্মল ফোয়ারা) : কবির স্বনির্বাচিত আরেকটি কাব্য-সঙ্কলন। এটি বাগদাদে ১৯৬৪ সনে মুদ্রিত হয়।

২১. দীওয়ান (কাব্য-সঙ্কলন) : রুসাফীর জীবদ্দশায়ই তাঁর কবিতার এই দীওয়ান সঙ্কলিত হয়েছিল। কবির ইচ্ছানুসারে মুহিউদ্দীন আল-খাইয়াত নামক বৈরুতের জনৈক সাহিত্যানুরাগী এই সঙ্কলনের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি মোট চারটি শ্রেণীতে সংগৃহীত কবিতাগুলো বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে সেগুলো বিন্যস্ত করেন। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিজগৎ বিষয়ক, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামাজিক, তৃতীয় অধ্যায়ে ঐতিহাসিক এবং চতুর্থ ও সর্বশেষ অধ্যায়ে বর্ণনামূলক কবিতা সন্নিবেশিত করেন। চারটি অধ্যায়ে মোট ৯১টি ছোট-বড় কবিতা স্থান পায়। একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় রুসাফী ও তাঁর সমসাময়িক কবিদের কবিতা সম্পর্কে মনোজ্ঞ পর্যালোচনা উপহার দিয়েছেন সঙ্কলক। বৈরুতের আন-নিব্‌রাস পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুস্তাফা আল-গালায়ীনী এই দীওয়ানে কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজনসহ এর মুদ্রণকাজে সার্বিক সহায়তা দান করেছেন।[২৩] রুসাফীর কবিতার এই বিরাট সংগ্রহ 'রুসাফিয়্যাত' নামেও পরিচিত। এটি 'আল-মাকতাবাতুল-আহলিয়্যা'' কর্তৃক ১৯১০ সনে বৈরুতে ১ম মুদ্রিত হয়।[২৪] পরে আরও বর্ধিত কলেবরে এই দীওয়ান বাগদাদ, কায়রো ও বৈরুতে কয়েকবার পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

রুসাফীর কবিতায় সমাজচেতনা

কবিতার বিভিন্ন অংগনে বিচরণ করলেও সমাজ-প্রাঙ্গণই কবি রুসাফীর প্রধান বিচরণক্ষেত্র। স্তুতি, ব্যঙ্গ, কৌতুক, প্রেম, মর্সিয়া, গৌরবগাথা ইত্যাদি আংগিকে রচিত রুসাফীর কবিতায় নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কোন ছাপ লক্ষ্য করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে তিনি গতানুগতিক রীতিরই অনুসরণ করেছেন মাত্র। রাজনীতি-মিশ্রিত সামাজিক কবিতায়ই রুসাফীর স্বকীয়তা সার্থকভাবে প্রতিফলিত। এর মূল কারণ, তিনি মধ্যবিত্ত পরিবারের সদস্য ছিলেন। সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে তাঁর নাড়ীর সম্পর্ক ছিল। তিনি জাতির প্রয়োজন ও অনুভূতির সংগে একাত্ম হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের হতাশা ও বঞ্চনার তিনিও ছিলেন অংশীদার। যোগ্য লেখনীর সাহায্যে তিনি সমাজের এই হতাশা, বঞ্চনা আর দুঃখ-যন্ত্রণার

বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন—অকপটে মানব-হৃদয়ের পুঞ্জীভূত অনুভূতিকে কবিতায় রূপ দেন।

জাতির সাধারণ মানুষের সামাজিক দুরবস্থার প্রতিকার ও তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্যও তিনি কলম ধরেন। পশ্চাৎপদতা, অজ্ঞতা ও জড়তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ডাক দেন। জ্ঞানার্জনে উৎসাহ যোগান এবং মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনতাপ্রেম জাগ্রত করেন। শ্রেণী-পার্থক্য ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে কবি বিদ্রোহ করেছেন। নারী-সমাজের শোচনীয় অবস্থায় তাঁর মন কেঁদে উঠেছে। সর্বোপরি শাসকশ্রেণীর জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছেন।

রুসাফী তাঁর কবিতায় এক একটি হৃদয়স্পর্শী প্রসংগকে আশ্রয় করে তার আড়ালে বৃহত্তর কোন সামাজিক বাস্তবতা ফুটিয়ে তোলার কৌশল অবলম্বন করেছেন বারবার। "উম্মুল-ইয়াতীম"[২৫] অনাথ-জননী, 'আল-ইয়াতীম ফিল-ঈদ'[২৬] (ঈদের দিনে অনাথ), "আল-ইয়তীমুল-মাখদূ"[২৭] (প্রতারিত অনাথ), "আস-সিজনু ফী বাগদাদ"[২৮] (বাগদাদে কারাগার), "আল-মুতাল্লাকা"[২৯] (তালাক-প্রাপ্তা), "আল-মাহ্জুরা"[৩০] (পরিত্যক্তা) ইত্যাদি শিরোনামের কবিতাগুলো এ প্রসংগে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ দেশবাসী বিশেষ করে সাধারণ মানুষের সার্বিক কল্যাণ-চিন্তাই ছিল তাঁর এসব কাব্য-কীর্তির মূল প্রেরণা। কবি মা'রূফ আর-রুসাফী সমাজের শোষিত মানুষের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে আপন কাব্যে ধরা দিয়েছেন। "তান্বীহুন নিয়াম" কবিতায় কবি ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করেছেন—

"এখনও কি এগিয়ে যাবার লগ্ন আসেনি?
এখনও কি নিদ্রাভংগের সময় হয়নি?
হৃদয়ে হৃদয়ে চেতনার জোয়ার কবে আসবে?
কখনই বা সংশয় আর জড়তা কেটে যাবে?
শৃংখল ভেংগে যাক, মুছে যাক সব গ্লানি,
আত্মার মুক্তি আসুক।"[৩১]

'নাহ্নু ওয়াল-মাদী' শীর্ষক কবিতায় সমাজের অগ্রগতির জন্য যোগ্য নেতৃত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ ও তার সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রসংগে কবি বলেন—

"নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজন কঠোর সাধনা,
প্রত্যয়, দূরদর্শিতা আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

সুযোগ একদিন আসবেই,
আগামী দিনের জন্য সংকল্প রচনা করো,
পিছনে ফিরে তাকিওনা।"[৩২]

'হুকূমাতুল-ইন্‌তিদাব' শীর্ষক কবিতায় সমাজে প্রচলিত রাজনীতির মুখোশ খুলে দিয়েছেন কবি এইভাবে—

"আমি রাজনীতি চিনি।
সত্য বললে নেমে আসে তিরস্কার।
তবু শঙ্কাহীন আমি, যা বলার বলেই যাব,
হয়তো বলবে লোকে, "চরমপন্থী এক কবি"।
এই আমাদের রাজনীতি।
সকল বুলি, সকল কর্ম, ভণ্ডামি ছাড়া কিছু নয়।
বাইরের সবই তার মুখোশ,
ভিতরের সবটাই মিথ্যা আর প্রতারণা।"[৩৩]

'আল-হুররিয়্যা ফী সিয়াসাতিল-মুসতা'মিরীন' কবিতায় ঔপনিবেশিক সমাজে জনগণের স্বাধীনতার চেহারা উন্মোচন করেছেন—

"হে মানুষ, কথা বলোনা,
কথা বলা নিষেধ।
ঘুমাও হে মানুষ, জেগোনা,
নিদ্রার জয় হোক।
এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন যেথায়
পেছনে পড়ে থাকো।
এক পাশে রেখে দাও বিবেক,
না বোঝাই মংগল তোমাদের।
মূর্খই থেকো, শিক্ষাতে আছে অকল্যাণ।
কখনো রাজনীতি করোনা,
ভোগান্তি আসে পাছে,
রাজনীতি, সে-যে এক তেলেসমাতি কাণ্ড।
ন্যায়বিচার খুব বেশি চেয়োনা।
জুলুমের বিরুদ্ধেও ঝাঁপিয়ে পড়ার দরকার নেই।"[৩৪]

মানবতার জয়গানে নিবেদিত কবি মা'রূফ রুসাফী সমাজে নারীর শোচনীয় অবস্থা দেখে কেঁদে উঠেছেন, "জাহিলী যুগে কন্যাসন্তান জন্মালে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। কিন্তু আমরা তো গোটা নারী সমাজটাকেই মৃত্যুর আগে কবরে রেখে দিয়েছি।"৩৫

তালাক-প্রাপ্তা এক অসহায় নারীর করুণ চিত্র তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে এভাবে—

"রক্তিম সূর্য আর সঙ্গীত পত্র যেন
নির্দোষ এক তরুণী
লাজুক অথচ হর্ষোৎফুল্ল।
ক্রোধান্ধ মূর্খ স্বামী তার
দিয়ে দিল তিন তালাক।"৩৬

'উম্মুল-ইয়াতীম' কবিতায় কবি ঘুণে ধরা সমাজ-ব্যবস্থার শিকার ও আর্মেনিয়ায় সংঘটিত সাম্প্রদায়িক দাংগায় স্বামীহারা মরিয়ম ও তার পাঁচ বছরের শিশুপুত্রের অসহায় জীবনের এক সকরুণ চিত্র তুলে ধরেছেন—

"ক্ষুধায় কাতর অনাথ শিশু কাঁদছে মায়ের কাছে
কান্না ছাড়া ঐ বিধবার দেবার কিবা আছে?
ক্ষুধার জ্বালায় অনাথ শিশুর মায়ের পাশে কান্না,
পাষাণ-গলা এমন দৃশ্য আরতো দেখা যায়না।"৩৭

একই কবিতায় কবি সমাজ-সংস্কারের মহান লক্ষ্যে ধর্মের নামে প্রচলিত সমাজের সকল অধর্মের নিন্দা করেছেন এবং যে-কোন অপকর্মের সাথে প্রকৃত ধর্মের সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করেছেন—

"ধর্মতো নয় পাপিষ্ঠরা ধর্ম বলে করছে যাহা,
অজ্ঞতা আর মূর্খতারই অনিবার্য ফসল তাহা।
জগৎটাকে যে সব কুজন পাপাচারে ভরিয়ে দিল,
ন্যায়বিচারে তারাই দোষী, ধর্মের এতে কি দোষ বল।"৩৮

কবি মা'রূফ আর-রুসাফীর কবিতায় বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইরাক তথা সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর কবিতার বিচিত্র বিষয়বস্তু সমকালীন সমাজের ইতিহাস রচনার জন্য বহু

নির্ভেজাল উপাদান যোগান দিতে পারে। কাব্যের এই সমাজ-চেতনা কবিকে অনেক দিন মানুষের মাঝে বাঁচিয়ে রাখবে।

তথ্য-নির্দেশ

১ এ কারণেই 'আর-রুসাফী' নামে তাঁর পরিচিতি ঘটে।

২ মাহমুদ শুকরী আল-আলুসীর মৃত্যুর পর তাঁর কুলখানি ও চেহলাম উপলক্ষে রুসাফী দুটো কাসীদা রচনা করেছিলেন। দেখুন, মুস্তাফা আলী, মুহাদারাত আন মা'রুফ আর-রুসাফী, ১৯৫৪, পৃ. ৫

৩ স্কুলের চাকরি জীবনে রুসাফী বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে বিশেষ করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিয়ে বেশ কিছু উদ্দীপনামূলক কবিতা রচনা করেন। দেখুন, আহমাদ কাব্বিশ, তারীখুশ-শি'রিল আরাবী আল-হাদীস, বৈরুত ১৯৭১, পৃ. ৪০০

৪ ওয়াকফ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মাদরাসাতুল-ওয়া'ইযীন' নামক একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন "নাফ্হুততীব ফিল-খিতাবা ওয়াল-খাতীব" তারই সংগৃহীত গ্রন্থরূপ।

৫ জামীল সিদ্‌কী আয-যাহাভী (১৮৬৩–১৯৩৬) রেনেসাঁ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইরাকী কবি। কাব্যে দার্শনিক ভাবধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। নিজ কবিতার দীওয়ান ছাড়াও "আর-রুবাইয়্যাত" ও "আল কালিমুল-মানযূম" তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

৬ উদ্ধৃত, মুস্তাফা আলী, মুহাদারাত; পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

৭ ঐ, পৃ. ৯৯–১০৫

৮ ঐ, পৃ. ১৫

৯ "মারাক" একটি স্নায়বিক রোগের নাম।

১০ আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০১

১১ "আন-নাসরুল-ফাননী' গ্রন্থে যাকী মুবারক বলেছেন, গদ্য ও পদ্যের পৃথক পৃথক প্রয়োগক্ষেত্র রয়েছে। কিছু কিছু বিষয় রয়েছে, যা প্রকাশের জন্য একমাত্র গদ্যই উপযোগী। আবার কিছু

কিছু বিষয় প্রকাশের জন্য কেবলমাত্র পদ্যই উপযোগী। রুসাফী এই মত খণ্ডন করে বলেন, গদ্য ও পদ্য উভয়ই সকল বক্তব্য প্রকাশের উপযোগী হতে পারে। এ প্রসংগে তিনি আরব কবিদের উদাহরণ টেনে এনেছেন, যারা কবিতার মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সার্থকভাবে পদচারণা করেছেন (দেখুন, আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯–৪০)

১২ লিওন কাইতানী (১৮৬৯–১৯২৬) একজন ইতালীয় প্রাচ্যবিদ। রোম নগরীতে তাঁর জন্ম। আরব জাতি ও ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ লেখক।

১৩ আবুল-'আলা আল-মা'আররী (৩৬৩/৯৭৩—৪৪৯/১০৫৭) আব্বাসী যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক কবি। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম "লুযুমিয়াত"। এছাড়া "রিসালাতুল-গুফরান" তাঁর আরেকটি অনন্য গদ্যগ্রন্থ।

১৪ মুস্তাফা আলী, মুহাদারাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

১৫ আবু তাইয়িব আহমাদ ইবনুল-হুসাইন আল-মুতানাব্বী (৩০৩/৯১৫–৩৫৪/৯৬৫) আব্বাসী যুগের প্রতিনিধিত্বশীল অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরব কবি। ব্যক্তিজীবনে দুঃসাহসী ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন। সারা কাব্যে জীবনদর্শনের ছাপ রয়েছে। তাঁর কবিতার একটি মূল্যবান দীওয়ান আছে। একাধিক কবি সাহিত্যিক এর ভাষ্য লিখেছেন।

১৬ মুস্তাফা আলী, মুহাদারাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৭ আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০১

১৮ মুস্তাফা আলী, মুহাদারাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

১৯ ঐ, পৃ. ২৫

২০ ঐ, পৃ. ২৬; আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০১

২১ মুস্তাফা আলী, মুহাদারাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

২২ ঐ, পৃ. ১১-১৫

২৩ হান্না 'আল-ফাখূরী, তারীখুল-আদাবিল-আরাবী, পৃ. ১০২৬

২৪ ঐ, পৃ. ১০১৬

২৫ আর-রুসাফী, দীওয়ান, আল মাকতাবাতুল-আহলিয়্যা, পৃ. ১০৭.

২৬ ঐ, পৃ. ৮৬

২৭ ঐ, পৃ. ৭৫

২৮ ঐ, পৃ. ৫৬

২৯ ঐ, পৃ. ৫২

৩০ মুস্তাফা আলী, মুহাদারাত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

৩১ আর-রুসাফী, দীওয়ান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

৩২ আহমাদ কাব্বিশ, তারীখ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৩

৩৩ ঐ, পৃ. ৪০৩

৩৪ ঐ, পৃ. ৪০৩

৩৫ ঐ, পৃ. ৪০৪

৩৬ রুসাফী, দীওয়ান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৩৭ ঐ, পৃ. ১০৯

৩৮ ঐ, পৃ. ১১১